যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ।
কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥

যে শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিলে নরকে যাইতে হয় না, যাঁহার চিন্তাকালে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, যাঁহাতে নিবেশিত চিত্ত মানবের সত্যলোকও খুব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, যে নির্ম্মলবুদ্ধি মানবগণের চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে শ্রীহরি মুক্তিদান করেন, সেই অচ্যুতাখ্য শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিলে যে পাপরাশি নষ্ট হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই শ্লোকে স্মরণের সমাধি পর্য্যন্ত অবস্থাতেও কৈমুত্য ন্যায়ে শ্রীকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবত কথা প্রারম্ভে "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" শ্লোকে বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত মহাপুরুষগণের পক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই অকুতোভয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে উল্লেখ আছে—অঘারি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ বহু আয়াসসাধ্য, অর্থাৎ বিবিধ বিষয় হইতে চিত্তসংহরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুতে সংযোগ করিতে হয়। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রসাধ্য শ্রীকীর্ত্তন স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী। অন্যত্র উল্লেখ আছে—যে জন পূর্ব্বে শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছে, তাহারই মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম বিদ্যমান থাকেন। সর্ব্ব অপরাধকারীও শ্রীহরি আশ্রয়ে মুক্তিলাভ করে, ইত্যাদি নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রেও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের মহামহিমা বর্ণিত আছেন। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীমৎকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য বুঝিতে হইবে। তবে যে কলিযুগে কীর্ত্তনের অতিশয় প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহার কারণ, অন্যান্য যুগে শ্রীভগবান যেমন ধ্যানাদি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন, তেমনভাবে নামকীর্ত্তন আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন না। কলিযুগে কিন্তু শ্রীভগবান জীবদুর্গতি দর্শন করিয়া স্বয়ংই নামকীর্ত্তন করিয়া জীবগণকে নামকীর্ত্তন শিক্ষা দেন। এই অপেক্ষায় কলিযুগে নামকীর্ত্তনের বহুল প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্য অঙ্গভক্তির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নাম-সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অঙ্গভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।৫।২৯ শ্লোকে করভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"। যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞে কলিযুগের আরাধ্য শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। এই কীর্ত্তনাঙ্গে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বতন্ত্র